গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৩.১৬.০৬ তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪২৫ / ০৭ জানুয়ারি ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রভাষক (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজ, পিরোজপুর এর বিরুদ্ধে গত ২০.০৭.২০১০ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩ (সি) অনুযায়ী ''অসদাচরণ'' ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। পরবর্তীতে বিধি অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ হয়। তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ০৭.১১.২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। তিনি জানান যে, ২৪তম বি.সি.এস. শিক্ষা ক্যাডারে মেধা তালিকায় তিনি ৪র্থ স্থান অধিকার করে ২ জুলাই ২০০৫ সালে উক্ত কলেজে যথাবিহিত পদায়ণ প্রাপ্ত হয়ে যোগদান করেন। ২০১০ সালে তার ৩ বছর বয়সী একমাত্র পুত্র মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরবর্তীতে অবস্থা সংকটাপন্ন হলে রাজধানীর বিভিন্ন স্বনামধন্য চিকিৎসক ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য তাকে কর্মস্থল ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসতে হয় যা তার কলেজের অধ্যক্ষকে অবহিত করে তিনি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করান। ২০১২ সালের ১২ জানুয়ারি তার একমাত্র পুত্র মৃত্যুবরণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ও তার স্ত্রী মারাত্মকভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসাধীন থেকে সুস্থ হয়ে কর্মস্থলে যোগদানের চেষ্ঠা করে ব্যর্থ হন। তার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুবরণের পর আরো দু'টি সন্তান অকালেই মোলার প্রেগন্যান্সি জনিত রোগে মারা যায়। এতে তার স্ত্রীকে দুই দফা শল্য চিকিৎসা গ্রহণ করতে হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে তার ভবিষ্যতে সন্তান হওয়া অনিশ্চিত যা তার পরিবারকে ভীষণ ভাবে মানসিক যন্ত্রনায় পতিত করে। তিনি তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বর্তমানে চাকরিবিহীন অবস্থায় নিদারুন অর্থ সংকটে মানসিক ও শারিরীক ভাবে পর্যুদস্ত অবস্থায় অতিকষ্টে দিনাতিপাত করছেন। তার পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষায় চাকরিটি তার একান্ত প্রয়োজন। তার অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এবং অনুপস্থিতির জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এ ধরনের ঘটনার পূনরাবৃত্তি হবেনা মর্মে অঙ্গীকার করেছেন। সার্বিক বিবেচনায় তার অননুমোদিত অনুপস্থিত সময়কালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রভাষক (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজ, পিরোজপুর এর ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জবানবন্দি এবং আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তার অননুমোদিত অনুপস্থিতকাল ২০.০৭.২০১০ তারিখ হতে ০২.০১.২০১৫ তারিখ বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০২.০১.২০১৯
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৩.১৬.০৬/১(৭) তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪২৫ / ০৭ জানুয়ারি ২০১৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অধ্যক্ষ, সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজ, পিরোজপুর।
৬। উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা .....।
৯। জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রভাষক (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), সরকারি স্বরূপকাঠি কলেজ, পিরোজপুর।

০৭/০১/২০১৯
(জাকিয়া খানম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৪৫.২০০৭.০৪ তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪২৫ / ০৭ জানুয়ারি ২০১৯

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব আবু এমরান মো: ইসমাইল হোসেন, সহকারি অধ্যাপক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া গত ০৯/০৩/২০০৮ তারিখ থেকে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ৩ (সি) অনুযায়ী ''অসদাচরণ'' ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। পরবর্তীতে বিধি অনুযায়ী তদন্ত করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮এর ৩(বি) এবং ৩(সি) মোতাবেক 'অসদাচরণ' এবং 'ডিজারশন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় এবং তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী চান। গত ২৫.০৪.২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তিনি শুনানীতে জানান যে, গত ০৪/০৫/২০০৭ তারিখ হতে ২৬/০৫/২০০৭ পর্যন্ত অবকাশকালীন ছুটিতে আমেরিকা গমন করেন। সেখানে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে পাশে কোন বাংলাদেশী মিশন না থাকায় পত্র মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেন। দেশে ফিরে এসে চিকিৎসা ছুটির সার্টিফিকেট সহ আবেদন করেন এবং উক্ত কলেজে গত ০৪/১১/২০১০ তারিখে যোগদান করতে গেলে তাকে যোগদান করতে দেয়া হয়নি। পরবর্তীতে তিনি যোগদানের জন্য মহাপরিচালক, মা.উ.শি. অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলে উক্ত কলেজকে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ যোগদান পত্র গ্রহণ না করায় তাকে হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়। তার চাকরিবিহীন জীবনে স্ত্রী, সন্তানাদিসহ পরিবারের ঘানি টানতে তিনি এখন ক্লান্ত, রিক্ত, বিধ্বস্থ। ছেলে মেয়ের লেখা পড়ার খরচ নির্বাহ করা এবং দুর্মূল্যের বাজারে সংসার চালানো কষ্টকর। এ অবস্থায় চাকরিতে অবস্থান তার সংসারের জন্য যথার্থ প্রয়োজন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য তিনি অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে তিনি সদা সতর্ক থাকবেন। সার্বিক পর্যালোচনায় তাকে লঘুদন্ড প্রদান করা এবং তার অননুমোদিত অনুপস্থিকালকে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব আবু এমরান মো: ইসমাইল হোসেন এর ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জবানবন্দি এবং আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ করার লঘুদন্ড প্রদান করা হলো এবং তার অননুমোদিত অনুপস্থিকালকে (০৯/০৩/২০০৮ তারিখ হতে ২৫/০৪/২০১৮) তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০২.০১.২০১৯
(মোঃ সোহরাব হোসাইন)
সচিব

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৪৫.২০০৭.০৪/১(৯) তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪২৫ / ০৭ জানুয়ারি ২০১৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা (জনাব আবু এমরান মো: ইসমাইল হোসেন এর ব্যক্তিগত নথিতে/ডোসিয়ারে প্রজ্ঞাপনটি সংরক্ষণের অনুরোধসহ)।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অধ্যক্ষ, আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।
৬। উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক/জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা .....।
৯। জনাব আবু এমরান মো: ইসমাইল হোসেন, সহকারি অধ্যাপক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

০৭/০১/২০১৯
(জাকিয়া খানম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৫৩২৭৬